দেশভাগঃ স্মৃতিকথায় আত্মপরিচয়ের সন্ধান

সংক্ষিপ্তসার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধির
শর্তপূরণে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দেবযানী সেনগুপ্ত

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ সৌমিত্র বসু

প্রাক্তন অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

দেশভাগ : স্মৃতিকথায় আত্মপরিচয়ের সন্ধান

বাংলাভাষায় 'দেশ' শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'দেশ' মানে স্টেট-রাষ্ট্র, যা একটি রাজনৈতিক নির্মাণ, যা সেই ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণ করে। কিন্তু 'দেশ' শব্দটি বাংলাভাষাভাষী মানুষের কাছ একটি অন্য অনুভূতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত। 'দেশ' মানে আজন্ম পরিচিত একটি অঞ্চল — যেখানে তার শেকড় প্রোথিত, যেখানকার প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ-সংস্কৃতিতে তার বড় হয়ে ওঠা, যেখানে তার পূর্বপুরুষের ভিটা, যেখানে তার গৃহ। সেই চির পরিচিত অঞ্চল ছেড়ে যখন চলে যেতে হয়, তখন তার নিজের মনে অনির্ণীত এক অস্তিত্বের বেদনা হয়। বস্তুত দেশভাগ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে সব থেকে বড় মানবিক দুর্ঘটনা। আবার বাংলাদেশের মানুষের কাছে সেই দেশ বিভাজন জাতিসত্তা আবিষ্কার ও নির্মাণের অনুঘটক ঘটনা মাত্র। যেহেতু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সাধারণ মানুষের বিষাদময় অভিজ্ঞতা অথবা উদ্বাস্তু চেতনা-কোনকিছুই ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না ধর্ম-শ্রেণি-জাতপাত-লিঙ্গ ভেদে দেশভাগের হেতু ও অভিজ্ঞতাকে কে কেমন করে দেখেছেন, মনে রেখেছেন — সেইসব বিষয়ও; সেই কারণে এই গবেষণাপত্রে স্মৃতিকথার মাধ্যমে ব্যক্তির তথা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর দেশভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, সংগ্রাম ও প্রাপ্তি, হারানোর বেদনা অথবা নতুন পরিস্থিতে নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তোলার ভিন্ন ভিন্ন কাহিনিকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। স্মৃতি অবশ্যই তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস নয়, স্মৃতি থেকে ইতিহাস উদ্ধারও এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য নয়। স্মৃতি এই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ স্মৃতির অন্তরালে অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে একধরনের নির্বাচন ও নির্মাণ ক্রিয়াশীল থাকে। এই নির্বাচন ও নির্মাণের পিছনে কথকের গোষ্ঠীগত অবস্থান ক্রিয়াশীল থেকে তার বয়ানকে স্বতন্ত্র করে তোলে। বাংলা উপন্যাস-ছোটগল্পের তুলনায় স্মৃতির ভাষ্য প্রত্যক্ষ এবং অভিজ্ঞতাও বাস্তব। সেইকারণে ব্যক্তিগত স্মৃতির বয়ানে নিরপেক্ষ ও অ-নিরপেক্ষতার ভারসাম্য অথবা ভারসাম্যহীনতা প্রতিফলিত হয় এবং ব্যক্তিকে ছাপিয়ে তা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ককে আভাসিত করে তোলে। এই গবেষণাটিতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের মানুষের স্মৃতিকেও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মৃতিও সমসত্ত্ব

নয়। বর্ণভেদে, পেশাভেদে, রাজনৈতিক আদর্শ ও লিঙ্গভেদে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র। আবার পূর্ববাংলাতেও একইরকমভাবে বিভিন্ন স্বর স্মৃতিকথাতে ধরা পড়েছে। দেশভাগের মহা আখ্যানকে সরিয়ে দিয়ে জটিল ও পরস্পর বিরোধী বহুমাত্রিক স্বরকে প্রাধান্য দিয়ে দেশভাগের হেতু ও অভিঘাত-উভয় ক্ষেত্রেই আত্মসত্তা পরিচয়ের সন্ধান করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মটিতে। এই গবেষণাকর্মটির অভিমুখ যেমন সমাজ থেকে ব্যক্তির দিকে, তেমনই ব্যক্তির থেকে সমাজের দিকেও।

এই গবেষণাকর্মটিতে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আত্মসত্তা রাজনীতির সামাজিক ইতিহাসকে তুলে আনা হয়েছে — যেহেতু এই ইতিহাস না জানলে দেশভাগের পর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের স্মৃতিচারণার বহুমাত্রিক অবস্থানটিকে যথাযথভাবে বোঝা যায় না। স্মৃতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে স্মৃতি কেন্দ্রিক যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রে। আধুনিক ইতিহাসচর্চাও হয়ে উঠেছে — "from the concrete message to its subjective representation."। এইভাবে দেখলে ইতিহাস ও স্মৃতিকথার ভিতর একটি সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। স্মৃতিকথার সঙ্গে বাংলাভাষার দেশভাগ বিষয়ক উপন্যাস-ছোটগল্পের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে। পশ্চিমবঙ্গে লেখা দেশভাগ বিষয়ক মূল উপন্যাসগুলি মূলতঃ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। অন্যদিকে বেশিরভাগ ছোটগল্পের মূল বৈশিষ্ট্য বাস্তবের ভেদাভেদের রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে ভারসাম্যের কাহিনি রচনা করা। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তু জীবনের নির্মমতা পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাস-ছোটগল্পতে উঠে আসেনি। একমাত্র নিম্নবর্ণের স্মৃতিকথা থেকেই একমাত্র সেই মানুষগুলির সংগ্রামের কথা জানা যায়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আত্ম আবিষ্কারের আনন্দ মূলতঃ প্রাধান্য পেলেও স্মৃতিকথাগুলিতে দেশভাগের প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলাদেশের মানুষরা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওপারে চলে গেছেন, তাঁরা আত্মপরিচয়ের নতুন কেন্দ্রকে অবলম্বন করে সংহত হতে চেয়েছেন, নতুন 'দেশ' খুঁজে পেয়েছেন, অথবা পেতে চেয়েছেন। এপার বাংলায় তাঁদের যে শেকড় সন্ধানর বিষয়ে তাঁরা বাহ্যত কাতর না হলেও এই

বিষয়ে একটা দ্বিধাবিভক্তি তাঁদের অনেকের স্মৃতিচারণায় খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে বিতাড়িত অভিবাসী চেতনা অথবা উদ্বাস্তু চেতনার বহুমাত্রিক বিচিত্র প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ-যারা ওপার বাংলা থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন — তাদের স্মৃতিকথাগুলি নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এইভাবে স্মৃতিকথার মাধ্যমে দেশভাগের মত একটি প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েক দশকব্যাপী দুই বঙ্গের বাঙালির মানসগঠন, সমাজ সংগঠন, সংস্কৃতির স্বরূপ ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মটিতে। গবেষণাটি মূলতঃ সাহিত্যকেন্দ্রিক, আবার সমাজ ও ইতিহাস কেন্দ্রিকও বটে। গবেষণাকর্মটি একান্তই মৌলিক এবং দেশভাগ বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই উন্মোচন ঘটাবে।